



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুবাদের কথা

রমাদান পরিবর্তনের মাস। রমাদান গাফিলতি বেড়ে নিজেকে শুধরে নেওয়ার মাস। রমাদান আত্মশুদ্ধির সুবর্ণ সময়। রমাদান তাকওয়া অর্জনের শ্রেষ্ঠ সময়। রমাদান নেক আমলের বসন্ত। রমাদান কুরআন নাজিলের মাস। রমাদান বিজয়ের মাস। রমাদান আদ্বাহর নৈকট্যালাভের শ্রেষ্ঠ সময়।

প্রিয় ভাই, আমাদের জীবনে প্রতি বছরই রমাদান আসে। সময়ের আবর্তনে আবার তা বিদায় নেয়। কিন্তু আমরা কি এ রমাদানের যথাযথ কদর করি? রমাদানের প্রভাব কি এর পরবর্তী সময়গুলোতে আমাদের মাঝে থাকে? রমাদান থেকে তাকওয়ার সবক নিজে সারা বছর কি আমরা তাকওয়ার পথে চলি? হয়, কত রমাদানই তো আমরা পার করেছি; কিন্তু আমাদের মাঝে পরিবর্তন কোথায়? আছে কি আমাদের জীবনে তাকওয়ার বহিঃপ্রকাশ? আসুন, আর গুনাহের সাগরে ডুবে থাকা নয়; আর নয় গাফিলতির মাঝে বিভোর থাকা। নিজেকে শুধরে নেওয়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে জেগে উঠি। সামনের প্রতিটি রমাদানকে সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগানোর ফিকির করি। প্রতিটি রমাদানকে জীবনের শেষ রমাদান ভেবে এর সর্বোচ্চ কদর করি। রমাদান থেকে তাকওয়ার শিক্ষা নিয়ে জীবনের প্রতিটি পদে পদে এর বাস্তবায়ন ঘটাই।...

প্রিয় পাঠক, রমাদানে নিজেকে পরিবর্তনের কিছু উত্তম দিক-নির্দেশনা নিয়েই আপনাদের জন্য রুহামার এবারের উপহার ড. খালিদ আবু শাদি রচিত (رمضان ثورة التغيير) গ্রন্থের সরল বাংলা অনুবাদ 'রমাদান : আত্মশুদ্ধির বিপ্লব'। লেখক গ্রন্থটিকে ৩০টি উপকারী পাঠে সন্নিবেশিত করেছেন—আর এর প্রতিটি পাঠে রয়েছে ১০টি পয়েন্টে চমৎকার আলোচনা। ঘরে কিংবা মসজিদে সবার মাঝে তালিমের জন্য অতি চমৎকার গ্রন্থ এটি! প্রিয় পাঠক, গ্রন্থটি আপনি নিজে পাঠ করেই ক্ষান্ত হবেন না; বরং আপনার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ধারাবাহিকভাবে এর ওপর পাঠচক্র করবেন। এ ছাড়া আপনার





সহপাঠী কিংবা সহকর্মীদের সাথে নিয়েও পাঠচক্র করতে পারেন—প্রতিদিন এর থেকে তালিম করতে পারেন আপনার মহল্লার মসজিদেও। আল্লাহ তাআলা এ উপকারী গ্রন্থটিকে আমাদের সুপরিবর্তনের অসিলা বানান। আমিন, ইয়া রব্বাল আলামিন!

- হাসান মাসরুর



সৃষ্টিপত্র

০১

আস-সিয়াম

১৭

০২

ঘুম

২৮

০৩

প্রতিবেশী

৩৬

০৪

তাওবা

৪৫

০৫

আশাবাদী হওয়া

৫৫

০৬

আল-কুরআন

৬৪

০৭

সময় নষ্ট না করা

৭৭

০৮

আত্মীয়তার সম্পর্ক

৮৫

০৯

সহনশীলতা

৯৫

১০

ইচ্ছাশক্তি

১০৪

১১

ক্লান্তি বা বিরক্তি দূর করা

১১৪

১২

আহার

১২৩

১৩

স্ত্রী

১৩২

১৪

সবর

১৪১

১৫

এক উম্মাহ

১৫১

১৬

খুণ্ড

১৫৮

১৭

ধূমপান পরিহার

১৬৯

১৮

স্বামী

১৭৭

১৯

সঙ্কষ্টি

১৮৭

২০

দানশীলতা

১৯৫

২১

দুআ

২০৫

২২

শরীরচর্চা

২১৪

২৩

সংশ্রব

২২২

২৪

মুরাকাবা

২৩৩

২৫

দাওয়াত

২৪১

২৬

তাহাজ্জুদ

২৫২

২৭

নিপুণতা

২৬৪

২৮

পিতামাতা

২৭১

২৯

ভয়

২৮২

৩০

আশা

২৯৪



ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن
والاه

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

উম্মাহর এই অবস্থা দেখে কি আপনারা দুঃখিত হবেন না? গাজার ভূমিতে প্রবাহিত রক্ত কি আপনাদের জ্রোধান্বিত করবে না? ক্ষত-বিক্ষত আকসা কি আপনাদের ঘুম ভাঙাবে না? প্রতিটি অঙ্গনে মুসলিমদের পিছিয়ে থাকা কি আপনাদেরকে বিষণ্ণতার আঙনে দক্ষ করবে না?

বর্তমান মুসলিমদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি মন্থর, উন্নতির হার সীমাবদ্ধ। একচেটিয়া সব ধনীদের দখলদারিত্বে। পুরো সমাজজুড়ে অপরাধ ছড়িয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে কোনো নিরাপত্তা নেই। অপরাধ দমনে নিরাপত্তা-ব্যবস্থা অকার্যকরপ্রায়। মানুষের মাঝে হতাশা ও আত্মহত্যার প্রবণতা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজনৈতিক অবস্থানে শত্রুকে বন্ধু হিসেবে এবং বন্ধুকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে। ধ্বংস ও বরবাদির মোকাবিলায় পারম্পরিক সমালোচনা ও দোষারোপের আওয়াজই অনেক উঁচু হচ্ছে।

প্রত্যেক চিন্তাশীল ও জীবিত সত্তার প্রতি আহ্বান

আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের মাঝে প্রতীক্ষিত পরিবর্তন আসার জন্য জরুরি ও মূল বিষয় হলো, নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের ব্যাপারে সচেতন হওয়া। আর এ ব্যাপারেই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

‘আল্লাহ তাআলা কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।’^১

১. সূরা আর-রাদ, ১৩ : ১১।



কিন্তু আজ আমাদের হৃদয়গুলো তালাবদ্ধ হয়ে আছে! প্রিয় ভাই, এই পরিবর্তন ও আত্মশুদ্ধির জন্য রমাদান হলো সর্বাধিক সুবর্ণ সময়। আর এর পেছনে তিনটি মৌলিক কারণ রয়েছে :

১. পরিবর্তন ও আত্মশুদ্ধির দীর্ঘ সময়

এ মাসে রোজাদার ব্যক্তি লাগাতার ৩০ দিন^২ (দিনের বেলায়) পানাহার ও স্ত্রী-সম্বোগ থেকে সঙ্কটচিন্তে বিরত থাকে। নিজের আবেগকে সে নিয়ন্ত্রণ করে। কেউ গালি দিয়ে বা অপমান করে কোনো কথা বললে তার প্রত্যুত্তর দেয় না। বরং নিজের এ কথাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে যে, 'আমি রোজাদার।' একনিষ্ঠভাবে নিজেকে শুধরে নেওয়ার ইচ্ছে থাকলে কাজিফত পরিবর্তন ও আত্মশুদ্ধির জন্য রমাদান সত্যিই এক বিশাল সময়। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, কেউ যদি একটি কাজ ছয় থেকে ২১ দিন যাবৎ নিয়মিত করে, তাহলে এটি তার মনে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং তা তার অভ্যাসে পরিণত হয়। রমাদানে সময়ের বরকত ও চির শত্রু শয়তানের বন্দিত্ব ফলাফলকে চমৎকার এবং পরিবর্তনকে স্থায়ী করে তোলে।

হ্যাঁ, রমাদানে আত্মশুদ্ধির এ মৌসুমের সময় হলো লাগাতার ৩০ দিন। যেন ক্রিয়াশীল ওষুধের ঢোক গলাধঃকরণ করা যায়। আর তাতে সুস্থতা লাভ হয় এবং যেকোনো রোগ থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। সত্যিই রমাদান হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য আত্মশুদ্ধির বরকতপূর্ণ একটি পদ্ধতি। কারণ, এ মাসে দৈনিক একটি নেক কাজ অনেক মানুষই করছে; যদিও তা সাধারণ বিষয় হোক। কিন্তু যদি তারা দৈনিক বিশাল পরিমাণে আমল করে, তাহলে তাদের অবস্থা কেমন হবে? এদিক থেকে রমাদান হলো, সুশৃঙ্খল ও বিশৃঙ্খল সব মানুষের জন্যই একটি আবশ্যিকীয় শৃঙ্খলা। সাধারণ দিনগুলোতে মানুষ যা করতে পারে না, তা এ মাসের বরকতপূর্ণ দিনগুলোতে করাটা অনেক সহজ হয়ে যায়।

সুতরাং এ দিনগুলোতে কেন আপনি নিজেকে শুধরে নেবেন না? অথচ আত্মশুদ্ধির জন্য এ দিনগুলোর চেয়ে উত্তম ও উপযোগী দিন আপনি আর

২. রমাদানের চাঁদের হিসেবে ২৯ বা ৩০ দিন হতে পারে।



পাবেন না। যদি রমাদানে নিজেকে পরিবর্তনের ব্যাপারে সচেতন না হন, তাহলে আল্লাহর শপথ, আর কবে আপনার পরিবর্তন ঘটবে? নেকের কোনো কাজ কিছু দিন করে আবার কিছু দিন তা ছেড়ে রাখলে অন্তরে সেই নেক কাজের প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু যদি সব সময় নেক কাজের ওপর অবিচল থাকা যায়, তাহলে হৃদয়ে এর ভালো প্রভাব থাকে। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেই পুরো একটি মাস আমাদের ফায়দার জন্য রোজাকে ফরজ করেছেন এবং একদিনের জন্য হলেও বিনা ওজরে তা ভঙ্গ করা হারাম করে দিয়েছেন। বাহ্যত যদিও কষ্ট চাপিয়ে দেওয়া মনে হয়; কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে এটা পুরোটাই মর্যাদা ও পুরস্কার লাভের বিষয়। এ কারণেই যদি কোনো মুসলিম যথাযথভাবে রোজা রাখে, তাহলে অবশ্যই তার হৃদয়ে এর প্রভাব পড়ে এবং তার মাঝে নেক আমল করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়। আর এই প্রভাব তার মাঝে স্থায়ীভাবে বাকি রয়ে যায়। সুতরাং আমাদের কী করা উচিত, নিজের অর্জিত এ প্রভাব সাময়িক গাফিলতি ও সার্বক্ষণিক বিস্মৃতি থেকে রক্ষা করা, না নিজেই গাফিলতি ও বিস্মৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া?

২. শ্রোতের অনুকূলে সঁতার কাটা

রমাদানে আপনি অনেক মানুষের সাথে রোজা রাখবেন। মুমিনদের বিশাল দলের সাথে তারাবিহের জামাআতে উপস্থিত হবেন। মাগফিরাত-প্রত্যাহী হাজারো মুসলিমের মাঝে আপনি কুরআন খতমে উপস্থিত হবেন। মুসলিমদের এ আমলি পরিবেশ দেখে নেক আমলের প্রতি অনুপ্রাণিত হবেন; এতে আপনার হৃদয় শক্তিশালী হবে। আপনি যদিও অলস ও নিস্তেজ; কিন্তু এখন নেক কাজের জন্য উদ্যমী হবেন। আমলের প্রতি এই অনুপ্রেরণা রমাদান ছাড়া অন্য কোনো মাসে পাবেন না। রমাদানের মতো কি আর কোনো মাসে মসজিদগুলো এমন পরিপূর্ণ হয়? কুরআন নাজিলের মাস ছাড়া আর কখন মানুষ কুরআন তিলাওয়াতে এত প্রতিযোগিতা করে? এই দিনগুলোর মতো আর কোন দিন মানুষ উদার হস্তে দান করে এবং অভাবীদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করে?

প্রিয় ভাই, নিজেকে বোঝার চেষ্টা করুন। যেন সবচেয়ে বড় ও কল্যাণকর একটি মৌসুম আপনার ছুটে না যায়। বৎসরের এ সেরা লাভজনক দিনগুলো যেন আপনার হাতছাড়া হয়ে না যায়।



৩. পরিবর্তনের বিষয়সমূহ

এই কিতাবে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের মৌলিক পাঁচটি দিক উল্লেখ করা হয়েছে, যা মানুষের জীবনের প্রতিটি অঙ্গন জুড়ে আছে।

- ❖ অভ্যাস
- ❖ ইবাদত
- ❖ অন্তরের অবস্থা
- ❖ সম্পর্ক
- ❖ অল্পে তৃষ্টি

এটি হলো গভীর এক পরিবর্তন, যা খোসা ভেদ করে ফল এবং বাহ্যিক থেকে অভ্যন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এখান থেকে এই বিষয়টিও স্পষ্ট হয় যে, যখন আমরা তিক্ত বাস্তবতাকে পরিবর্তনের ইচ্ছা করব, তখন অনেক আমল করতে হবে এবং বিশাল ধৈর্যধারণ করতে হবে। যেন আমরা নিজেদের কালো নিফাকির অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসতে পারি, যা আমাদের ভেতরে প্রবেশ করেছিল যখন থেকে আমরা আল্লাহর পথ ছেড়ে দিয়েছি। পরিবর্তনের সূচনাই আমাদের সম্মানের জন্য যথেষ্ট হবে। আর এই সূচনা যদি রমাদানে হয়, তাহলে আমাদের সম্মান আরও বৃদ্ধি পাবে। আর এ কাজে যদি কেউ শেষের দিকেও এসে যুক্ত হয়, তাহলেও কোনো সমস্যা নেই। কেননা, শেষ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠত্ব হলো তার, যে সততার সাথে (অবিচল) ছিল, যে পিছিয়ে পড়েছে তার জন্য নয়।

পাঁচটি নির্দেশনা

আপনি যদি এই বিষয়গুলোর প্রতি পুরো মাসব্যাপী দৃষ্টি রাখেন, তাহলে স্থায়ী ও পরিপূর্ণ একটি পরিবর্তন আনতে পারবেন। যখনই আপনাকে অলসতা পেয়ে বসবে, এ নির্দেশনাগুলো আপনাকে উৎসাহ জোগাবে এবং যখনই আপনি (আমলের কথা) ভুলে যাবেন, এগুলো আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেবে।



১. حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

'যে পর্যন্ত না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।'^৩

যেকোনো জিনিস পরিবর্তন করা; যদিও পুরো জগৎ আপনার হৃদয় থেকে বের করতে হয়।

২. لَمَّا سَأَأَ مِنْكُمْ أَن تَتَّقُوا أَوْ تَتَّخِرُوا

'তোমাদের মধ্যে যে সামনে অগ্রসর হয় অথবা পশ্চাতে থাকে।'^৪

যদি আপনি শ্রেষ্ঠত্বের দিকে নিজেকে পরিবর্তন করে না নেন, তাহলে শয়তান আপনাকে নীচুতার দিকে ধাবিত করতে প্ররোচনা চালিয়ে যাবে।

৩. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

'আর যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব।'^৫

সুতরাং আল্লাহর পথে আপনার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে আল্লাহ আপনাকে হিদায়াতের বিশাল নিদর্শন দান করবেন এবং আপনার হৃদয়কে উচ্চ ও পবিত্র বিষয়ের দিকে পরিবর্তন করে দেবেন।

৪. 'ধ্বংস সে ব্যক্তির জন্য, যে রমাদান পেয়েছে; কিন্তু তাকে ক্ষমা করা হয়নি। ধ্বংস তার জন্য... ধ্বংস তার জন্য : রমাদানের সময়গুলো গনিমতের মতো। এই সময় হিম্মতকে জাগিয়ে তোলা যায়; যেন তা ক্ষতির শিকার না হয় এবং তার হাত থেকে এই নিয়ামত ছুটে না যায়।

৫. শেষ রমাদান : এই উপলব্ধি করতে হবে যে, এই রমাদানই (হয়তো) আপনার জীবনের শেষ রমাদান; সামনের রমাদানে উপনীত হওয়া আপনার ভাগ্যে নাও জুটতে পারে। তাই (এর সর্বোচ্চ কদর করে) বিদায়ী রোজা

৩. সূরা আন-রাদ, ১৩ : ১১।

৪. সূরা আল-মুদাসসির, ৭৪ : ৩৭।

৫. সূরা আল-আনকাবুত, ২৯ : ৬৯।

রাখুন এবং বিদায়ী তারাবিহের সালাত আদায় করুন এবং সে ব্যক্তির ন্যায় আমল করুন, যে মাস শেষে কবরের গম্ভবের উদ্দেশে সফর করবে।

প্রিয় ভাই, সুসংবাদ গ্রহণ করুন... আশাবাদী হোন... হতাশা ঝেড়ে ফেলুন। যদি আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য কল্যাণের ইচ্ছা না করতেন, তাহলে এ রমাদান পর্যন্ত আপনাকে পৌঁছাতেন না। কত লোক আছে, এ রমাদানে উপনীত হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করেছে—এদের কেউ দুদিন আগে আবার কেউবা একদিন আগে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। আর আপনি এখনো জীবিত আছেন, আল্লাহ তাআলা আপনার হায়াত বৃদ্ধি করে আপনার মর্যাদা বুলন্দ করতে চেয়েছেন।

নতুন একটি রমাদান

নতুন এই রমাদানে কিছু কাজ

অন্যের সাথে কথা বলুন : প্রতিদিন আপনি যা পাঠ করছেন, তা অন্যের সাথে আলোচনা করুন। ফায়দা আপনার মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখবেন না। উপকারগুলো নিজের জন্যই ধরে রাখবেন না; বরং নিজের জন্য যা পছন্দ করেন, তা অন্যের জন্যও পছন্দ করুন। আপনি যা পাঠ করছেন, তার দিকে অন্যদের দাওয়াত দিন। আর এর মাধ্যমে এই নিয়ত করবেন যে, (الذَّالُّ عَلَى الْحَيْرِ كَفَاعِيهِ) 'নেক কাজের প্রতি নির্দেশকারী নেক কাজ সম্পন্নকারীর মতো।' যদিও আপনি যা জানেন, শুধু তার ওপরই আমল করেন। আপনার নেক কাজসমূহের অন্যতম হলো, আল্লাহ তাআলা আপনাকে হিদায়াতের যে পথ দেখিয়েছেন, তার প্রচার-প্রসার করা।

সুনির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করুন : প্রতিদিন নিজের অবস্থা নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন। যেন আপনার ভালো হওয়ার ইচ্ছেটা অন্তরের মণিকোঠা থেকে বাহ্যিক পরিবেশেও ফুটে ওঠে। এবং তা স্বপ্ন ও ইচ্ছা থেকে বাস্তবতায় রূপ নেয়। আর যা কিছু পাঠ করেছেন, এর মাধ্যমে যেন আপনি পূর্ণ উপকৃত হতে পারেন।

৬. মুসনাদু আহমাদ : ২২৩৬০, তাবারানি ৬ কৃত আল-মুজাম্মল কাবির : ৫৯৪৫।



চারপাশে ছড়িয়ে দিন : এই বইটি আপনি নিজেও পাঠ করুন এবং আপনার পরিবারের লোকজন, আত্মীয়-স্বজন ও সহপাঠী-সহকর্মীদের মাঝেও এটি ছড়িয়ে দিন—তাদেরকে বইটি পড়তে দিন কিংবা তাদের সাথে নিয়ে এটি পাঠ করুন। এ ছাড়াও এর গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠাগুলো আপনার বাসভবনের ফটকে কিংবা মসজিদের দর্শনীয় দেয়ালে বুলিয়ে রাখতে পারেন; যাতে সবাই উপকৃত হতে পারে।

মসজিদের ইমাম সাহেবকে বইটি হাদিয়া দিন : এই বইটি আপনার মসজিদের ইমাম সাহেবকে হাদিয়া দিন; যাতে তিনি মাহে রমাদানের বিভিন্ন খুতবায় কিংবা তারাবিহ-পরবর্তী আলোচনায় এখান থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

হে আমার ভাই!

হে পরিবর্তন-প্রত্যাশী!

এবারের রমাদান যেন আপনার জীবনে নিয়ে আসে ভিন্ন স্বাদ—ভিন্ন আমেজ। এই রমাদান যেন বয়ে আনে কল্যাণ—আপনার এবং সবার; হিদায়াতের আলো যেন ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র।

ইতিবাচক মনোভঙ্গি লালন করুন। ফাসাদ ও ভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে লড়াই করুন। ছিঁড়ে ফেলুন আঁধারের যত শৃঙ্খল। মুমিনদের দেহমানে বুলিয়ে দিন ইসলাম ও পরিশুদ্ধির হিমেল পরশ। হিদায়াতের তীব্র আলোতে ভ্রষ্টদের অন্তরগুলোকে জ্বালিয়ে দিন। রমাদানের পবিত্রতা ও সজীবতাকে আরও বাড়িয়ে তুলুন। সময়ের আবর্তে হারিয়ে গেছে যত রমাদান, সবগুলোর তুলনায় এবারের রমাদান হয়ে উঠবে আরও উজ্জ্বল আরও কল্যাণময়। কারণ এই রমাদানে আল্লাহ তাআলা আপনার মাধ্যমে কল্যাণের দরজা খুলে দেবেন, সমাজকে আলোকিত করবেন, মানুষের অন্তরে পরিশুদ্ধি দান করবেন।

আল্লাহ তাআলা আপনাকে দুনিয়া-আখিরাত উভয়ে জাহানে কল্যাণ দান করুন।

- খালিদ আবু শাদি





১. আজকের মাঠ : আম-সিয়াম

[আপনার ইবাদতের মান উন্নত করুন]

আমি আত্মশুদ্ধি অর্জনের কাজ শুরু করেছি



১. আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা

- পূর্বের সব গুনাহ মাফ :

রাসূল ﷺ বলেন :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

‘যে ব্যক্তি ইমানসহ পুণ্যের আশায় রমাদানের সিয়াম পালন করবে, তার পূর্বের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।’^৭

- অগণিত প্রতিদান লাভ :

রাসূল ﷺ বলেন :

قَالَ اللهُ: كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لِي، إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ،

‘আল্লাহ তাআলা বলেছেন, “সিয়াম ব্যতীত আদম-সন্তানের প্রতিটি কাজই তাঁর নিজের জন্য; কিন্তু সিয়াম আমার জন্য। তাই আমিই এর প্রতিদান দেবো।”’^৮

৭. সহিছুল বুখারি : ৩৮।

৮. সহিছুল বুখারি : ১৯০৪।



- কিয়ামত দিবসে সুপারিশ লাভ :

রাসূল ﷺ বলেন :

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يُشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

‘সিয়াম ও কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে।’^৯

- কল্পনাতে সাওয়াব অর্জন :

আবু উমামা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُرِّنِي بِعَمَلٍ، قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ»
 قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُرِّنِي بِعَمَلٍ، قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ» قُلْتُ:
 يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُرِّنِي بِعَمَلٍ، قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ»

‘আমি বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে কোনো আমলের আদেশ করুন।” তিনি বললেন, “তুমি সিয়ামকে আঁকড়ে ধরো। কারণ, এর সমকক্ষ কিছু নেই।” আমি বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে কোনো আমলের আদেশ করুন।” তিনি বললেন, “তুমি সিয়ামকে আঁকড়ে ধরো। কারণ, এর সমকক্ষ কিছু নেই।” আমি বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে কোনো আমলের আদেশ করুন।” তিনি বললেন, “তুমি সিয়ামকে আঁকড়ে ধরো। কারণ, এর সমকক্ষ কিছু নেই।”^{১০}

- দুআ কবুল হওয়া :

রাসূল ﷺ বলেন :

ثَلَاثَ دَعَوَاتٍ لَا تُرَدُّ، دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمَسَافِرِ

৯. মুসনানু আহমাদ : ৬৬২৬।

১০. নাসায়ি رضي الله عنه কৃত আস-সুনানুল কুবরা : ২৫৪৪।



তিন ব্যক্তির দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না : পিতার দুআ, রোজাদারের দুআ এবং মুসাফিরের দুআ।^{১১}

- কামনার আগুনকে নিভিয়ে দেওয়া :

নবিজি ﷺ বলেন :

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

‘আর যদি সে তা (বিয়ে) করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সিয়াম পালন করবে। কেননা, এটি তার কামভাব দমন করবে।’^{১২}

- জাহান্নাম থেকে দূরে থাকা :

আবু সাইদ খুদরি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি নবিজি ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিনও সিয়াম পালন করে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে নেন।’^{১৩}

- জান্নাতে মর্যাদা লাভের মাধ্যমে সফল হওয়া :

রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يَرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللَّهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَلَانَ الْكَلَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ وَصَلَّى وَالنَّاسُ نِيَامٌ

‘জান্নাতে একটি বালাখানা রয়েছে। এর ভেতর হতে বাইরের অংশ এবং বাইর হতে ভেতরের অংশ দেখা যায়। আল্লাহ তাআলা এটি ওই ব্যক্তির জন্য প্রস্তুত করেছেন, যে (অন্যকে) আহার করায়, নশ্র ভাষায়

১১. বাইহাকি رحمته الله عليه কৃত আস-সুনানুল কুবরা : ৬৩৯২।

১২. সহিহুল বুখারি : ৫০৬৬, সহিহ মুসলিম : ১৪০০।

১৩. সহিহুল বুখারি : ২৮৪০।

কথা বলে, সিয়াম পালন করে এবং মানুষ ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় সালাত আদায় করে।^{১৪}

আপনি জানেন কি এই বালাখানা কেমন হবে? নবিজি ﷺ বলেন :

«إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ، كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكُؤُوبَ
الْثَّرِيَّ الْعَابِرَ مِنَ الْأُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ، لِتَقَاطِلِ مَا بَيْنَهُمْ»

'জান্নাতিরা নিজেদের মর্যাদা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে একে অপরকে ওপরে দেখতে পাবে, যেভাবে তোমরা পূর্বাকাশে উদয়চলে অথবা পশ্চিমাকাশে অস্তাচলে উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহ দেখতে পাও।'^{১৫}

২. কুরআনের আলো

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

'হে ইমানদারগণ, তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর। যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।'^{১৬}

- আল্লাহ তাআলাই আমাদের সৃষ্টিকর্তা আর তিনিই আমাদের জন্য উপযোগী ও কল্যাণকর বিষয়গুলো সম্পর্কে জানেন; তাই তিনি সিয়ামের বিধান দিয়েছেন।
- সিয়াম এমন এক বিধান, যা বান্দাদের মাঝে অহুহ ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে।

১৪. মুসনাদু আহমাদ : ২২৯০৫, সহিহ ইবনি হুজাইমা : ২১৩৭।

১৫. সহিহ মুসলিম : ২৮৩১।

১৬. সূরা অল-বাকারা, ২ : ১৮৩।



- সিয়াম পূর্ববর্তী সকল উম্মতের মাঝে একটি পরীক্ষিত আমল। তার কার্যকারিতা প্রমাণিত। এটি শুধু এ উম্মতের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। শুধু মুসলিম জাতিই সিয়ামের ব্যাপারে আদিষ্ট নয়। ইসলামে সিয়ামের বিধান আসার আগেও মানুষ সিয়াম পালন করত। যেন মুসলিমগণ এই ধারণা না করে যে, সিয়াম শুধু তাদের ওপরই ফরজ করা হয়েছে। এই আয়াতে পূর্ববর্তী সভ্যতাকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। পূর্ববর্তী লোকেরা সিয়াম পালন করে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, তাকে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। যেন আমরা অন্যদের থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারি।
- সিয়াম তাকওয়া অর্জনের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ। আর তাকওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য ও তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিদান অর্জন করা যায়।

৩. রাসুল ﷺ আমাদের আদর্শ

- আবু দারদা ﷺ বলেন :

«خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ حَتَّى يَضَعُ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَابْنِ زَوْجَاتِهِ»

'কোনো এক সফরে প্রচণ্ড গরমের দিনে আমরা নবিজি ﷺ-এর সাথে যাত্রা শুরু করলাম। গরম এতটাই প্রচণ্ড ছিল যে, প্রত্যেকে আপন আপন হাত নিজের মাথার ওপর তুলে ধরেছিলেন। এ সময় নবিজি ﷺ ও ইবনে রাওয়াহা ﷺ ব্যতীত আমাদের কেউ সিয়ামরত ছিলেন না।'^{১৭}

- রাসুল ﷺ বলেন :

«أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا،»

১৭. সহিহুল বুখারি : ১৯৪৫।

‘আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় সিয়াম হলো দাউদ ﷺ-এর সিয়াম। তিনি একদিন সিয়াম পালন করতেন এবং একদিন (সিয়াম পালন থেকে) বিরত থাকতেন।’^{১৮}

৪. অমূল্য বাণী

- আহনাফ বিন কাইসকে বলা হলো, ‘আপনি তো বৃদ্ধ মানুষ। সিয়াম আপনাকে আরও দুর্বল করে দেবে।’ তিনি বললেন, ‘আমি লম্বা এক সফরের জন্য তা প্রস্তুত করছি।’
- ইবনুল কাইয়িম رحمہ اللہ বলেন, ‘কেবল পানাহার থেকে বিরত থাকার নামই সিয়াম নয়। সিয়াম হলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গুনাহ থেকে বিরত রাখা, অনর্থক কথা থেকে জবানকে চূপ রাখা, হারামের দিকে দৃষ্টিপাত করা থেকে নিজেকে সংযত রাখা।’
- ইয়াকুব বিন ইউসুফ আল-হানাফি رحمہ اللہ বলেন, ‘আমাদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলা নিজ বন্ধুদের বলবেন, “হে আমার বন্ধুগণ, দুনিয়াতে আমি যতবার তোমাদের দিকে তাকিয়েছি, (দেখেছি) তোমাদের মুখ শরাবের ব্যাপারে সংকুচিত ছিল, তোমাদের চোখ অবনত ছিল এবং তোমাদের পেট ছিল খালি। সুতরাং আজ তোমরা জান্নাতের নিয়ামত উপভোগ করো। আর পরল্পরের মাঝে পানপেয়াদা গ্রহণ করো।’
- হাসান رحمہ اللہ বলেন, ‘আল্লাহর অলি (প্রিয় বান্দা) আয়তলোচনা হুরের সাথে হেলান দিয়ে মধুর ঝরনার পাড়ে বসে থাকবে। তখন হুর তাকে পানপাত্র দিয়ে বলবে, “আল্লাহ তাআলা গ্রীষ্মকালের দীর্ঘতম দিনে তোমার দিকে তাকিয়েছিলেন। তুমি তখন দ্বিপ্রহরের তীব্র পিপাসায় কাতর ছিলে। তোমাকে নিয়ে আল্লাহ ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করেছেন এবং বলেছেন, “আমার বান্দার দিকে লক্ষ করো! সে আমার জন্য এবং আমার কাছে যা আছে তার আশায় নিজের স্ত্রী, নিজের চাহিদা, নিজের স্বাদ ও পানাহার

১৮. সহিহুল বুখারি : ৩৪২০।



পরিত্যাগ করেছে। সুতরাং তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।” ফলে আল্লাহ সেদিন তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমার সাথে তোমাকে বিয়ে দিয়েছেন।”

৫. কিছু চমৎকার কাহিনি

হাজ্জাজ ও এক বেদুইনের মাঝে কথোপকথন

প্রচণ্ড গরমের কোনো এক দিনে হাজ্জাজ (কোথাও) বের হলো। সেখানে তার জন্য খাবার পরিবেশন করা হলো। হাজ্জাজ বলল, ‘আমাদের সাথে আহার করবে এমন কাউকে খুঁজে আনো।’ লোকজন খোঁজ করে শুধু একজন বেদুইনকেই পেল। তারা তাকে হাজ্জাজের কাছে নিয়ে আসলো। তখন হাজ্জাজ ও বেদুইনের মাঝে নিম্নের কথোপকথন হলো :

হাজ্জাজ : হে বেদুইন, এসো, আমরা খাবার খেয়ে নিই।

বেদুইন : তোমার চেয়ে উত্তম এক সত্তা আমাকে দাওয়াত করেছেন। আর আমি তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়েছি।

হাজ্জাজ : কে সে?

বেদুইন : আল্লাহ তাআলা আমাকে সিয়ামের দাওয়াত করেছেন; তাই আমি রোজাদার।

হাজ্জাজ : তুমি এত গরমের দিনে রোজা রাখছ!

বেদুইন : আমি সেদিনের জন্য রোজা রাখছি, যেদিন এর চেয়ে বেশি গরম হবে।

হাজ্জাজ : আজ রোজা ভেঙে ফেলো—আগামীকাল রেখো।

বেদুইন : গভর্নর সাহেব কি আমার আগামীকাল বেঁচে থাকার গ্যারান্টি দিতে পারবেন!



হাজ্জাজ : এটি আমার সাথে নেই। এ ব্যাপারে তো শুধু আল্লাহই ভালো জানেন।

বেদুইন : তাহলে কীভাবে আপনি চিরস্থায়ী জিনিসের মোকাবিলায় ক্ষণস্থায়ী জিনিস কামনা করছেন; অথচ সে চিরস্থায়ী জিনিসের কোনো বিকল্প নেই।


হাজ্জাজ : আজ খুব মজাদার খাবার আছে!

বেদুইন : আল্লাহর শপথ, আপনার রুটিওয়ালা ও বাবুর্চিরা যা প্রস্তুত করেছে, তা উত্তম নয়; বরং আল্লাহর আফিয়াতই উত্তম।

হাজ্জাজ : আল্লাহর শপথ, আমি এর মতো আর কাউকে দেখিনি। হে বেদুইন, আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

হাজ্জাজ তার জন্য কিছু পুরস্কারের আদেশ করলেন।

আপনি প্রথম প্রজন্মের কেউ?!

হাসান বসরি -এর সামনে খাবার পেশ করা হলে তিনি বলেন, 'আমি রোজাদার।' বলা হলো, 'এত গরমের দিনে আপনি রোজা রাখছেন!' তিনি বললেন, 'আমি প্রথম প্রজন্মের একজন হতে চাই!'

৬. রমাদানের রোজা

রমাদানের ৩০ দিন আপনি রোজা রাখছেন। যত গরম বা ক্লাস্তিই আসুক আপনি রোজা রাখছেন। একদিনও রোজা ছেড়ে দিচ্ছেন না। এ সময় আপনি নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে রোজা বিনষ্টকারী সব বিষয় থেকে বিরত রাখছেন। আপনি ভয় করছেন যে, আপনার রোজা আবার অনর্থক হয়ে যায় কি না। কিন্তু রমাদানের পরে প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখার মতো শক্তি আপনি পাচ্ছেন না। কেন আপনি রমাদান-পরবর্তী দিনগুলোতে নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখতে পারছেন না! হারাম থেকে নিজের দৃষ্টিকে সরিয়ে রাখতে পারছেন না!



৭. সিয়ামের সূর্য ডুবে গেছে

- (বর্তমানে অনেকের অবস্থা হলো) রমাদান মাসটা তাদের জন্য খাবারের মাসে পরিণত হয়েছে! তাদের জন্য এটি রাতের সালাতের মাস নয়।
- অনেকে আজ তাদের অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে। তাই রমাদানে পূর্বাকার বাগড়া-বিবাদ যেন আরও বেড়ে গেছে। পরস্পরের মাঝে তর্ক-বিতর্ক, বাগড়া-বিবাদ ও মতানৈক্য এই সময়েও চলে।
- কিছু মানুষ হারাম দৃষ্টি ও কষ্টদায়ক কথার মাধ্যমে নিজেদের রোজাকে নষ্ট করেছে। তারা রোজা রেখে কেবল ক্ষুধা আর তৃষ্ণাই সহ্য করে। কোনো ফল লাভ করতে পারে না।
- কতক মুসলিম রমাদানে বিনা ওজরে সিয়াম নষ্ট করে এবং তারা এটি প্রকাশ্যে করে থাকে। হাফিজ জাহাবি رحمہ বলেন, 'মুমিনদের কাছে এই বিষয়টি স্থিরীকৃত যে, যে বিনা ওজরে রমাদানের রোজা ছেড়ে দেবে, সে জিনাকারী ও মাদকাসক্ত ব্যক্তির চেয়ে নিকৃষ্ট। বরং মুমিনগণ তার ইসলাম নিয়েই সন্দেহ পোষণ করেন এবং তার ব্যাপারে জানদাকা ও নষ্টামির ধারণা করেন।'

৮. দুআ

- হে আল্লাহ, আমাদেরকে এ মাসে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন।
- হে আল্লাহ, আমাদের সালাত, সিয়াম এবং আমাদের সকল আমল কবুল করুন।
- হে আল্লাহ, আমাদেরকে যেমন রমাদানে নিরাপদ রেখেছেন, তেমনই রমাদানকে আমাদের উদাসীনতা ও অবাধ্যতা থেকে নিরাপদ রাখুন।
- হে আল্লাহ, প্রত্যাখ্যাত সিয়াম ও অগ্রাহ্য আমল থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।





- হে আল্লাহ, আপনার প্রতি একনিষ্ঠতার মাধ্যমে আমাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে সুন্দর করুন এবং আপনার রাসুলের আনুগত্যের মাধ্যমে আমাদের আমলগুলো সুন্দর করে দিন।
- হে আল্লাহ, উদাসীনতা থেকে আমাদের জাহত করুন এবং নীচুতা থেকে আমাদের মুক্তি দিন। আমাদের গুনাহ ও মন্দগুলো মিটিয়ে দিন। হে রব্বুল আলামিন, আমাদের সিয়াম কবুল করে নিন!

৯. যথেষ্ট কথা হয়েছে, এখন আমল দেখার বিষয়

- সামনে আমি হারাম থেকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বিরত রাখার মাধ্যমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সিয়াম বাস্তবায়ন করব। কারণ, এটিই হলো সবচেয়ে বড় সিয়াম এবং সবচেয়ে বড় সাধনা। সুতরাং যখন আমি এমনভাবে সিয়াম পালন করব, তখন আমার কর্ণ, চক্ষু ও জবানও সিয়াম পালন করবে। সুতরাং আমার সিয়াম পালন করা এবং না করা উভয় আর বরাবর হবে না।
- রমাদানে আমি ধূমপান একেবারেই ছেড়ে দেবো। যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে এই বিপদ থেকে মুক্তি দেন, তাহলে অন্যকেও এ ব্যাপারে দাওয়াত প্রদানে উৎসাহিত হব।
- ইন্টারনেট বা রাস্তাঘাটে নারীদের প্রতি তাকিয়ে আমি আমার সিয়াম নষ্ট করব না। আর শয়তানকেও আমার প্রতি তাকিয়ে হাসার সুযোগ দেবো না। কেননা, সে হয়তো দিনের বেলা যে কাজে আমাকে লিপ্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে, রাতের বেলা তাতে লিপ্ত করিয়ে ছাড়বে।
- শয়তান যেন ধীরে ধীরে আমার মাঝে অন্যের প্রতি বিদ্রোহ ছড়িয়ে না দেয়; ফলে আমি রাগান্বিত হয়ে পড়লাম, তারপর ভুল করে আফসোস করলাম!!



১০. স্বার্থপর হবেন না

- কথাগুলো আপনার মসজিদের মুসল্লি ও আপনার সহপাঠী-সহকর্মীদের মাঝে আলোচনা করুন।
- এই বইটি নিজে পাঠ করে অন্যদেরকেও পড়তে দিন; যেন তারা এর থেকে উপকৃত হতে পারে।
- মসজিদের ইমামকেও বইটি হাদিয়া দিতে পারেন; যেন তিনি জুমআর খুতবা বা তারাবিহ-পরবর্তী আলোচনায় এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

